Page-16

দৈনিক
জনকণ্ঠ
ঢাকা ॥ বৃহস্পতিবার, ২৮ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

রাইখালী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র পাহাড়ে কৃষকের বাতিঘর

ওয়াজেদ হীরা পার্বত্যাঞ্চল থেকে ফিরে ॥ নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনে অধিক ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে সাফল্য আসছে কৃষি ক্ষেত্রে। কৃষি মন্ত্রণালয়ে দিক নির্দেশনায় বিভিন্ন ফসল নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে দেশের কৃষি। সমতলের মতো পার্বত্যাঞ্চলে কৃষির সাফল্য আনতে কাজ করছে

এ পর্যন্ত ফসলের ১৯ জাত আবিষ্কার

পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্রগুলো। এরমধ্যে ১৯টি জাত আবিষ্কার করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) অধীন রাইখালী কৃষি গবেষণা কেন্দ্রটি। রাঙ্গামাটির কাপ্তাইয়ে অবস্থিত গবেষণা কেন্দ্রটি পাহাড়ে কৃষকের বাতিঘর হিসেবে কাজ করছে। উৎপাদন বৃদ্ধিতে রাখছে ভূমিকা, সমৃদ্ধ হচ্ছে কৃষক ও দেশ।

সবচেয়ে বেশি প্রজাতির সংগ্রহের দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে দেশে দ্বিতীয়তম বলা হয়।

কৃষি নির্ভর অঞ্চল হিসেবে বেশ পরিচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম। এই অঞ্চলে শিল্প কারখানা কম বলে ভৌগোলিক দিক বিবেচনা করে পাহাড়ের মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। পাহাড়ে চাষ উপযোগী ফসলের জাত এবং অন্যান্য কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করাই পাহাড়ী কৃষি গবেষণার মূল কাজ। এ লক্ষে পাহাড়ী এই অঞ্চলে কৃষির উন্নয়নে ১৯৭৬ সালে কর্ণফুলী নদীর মোহনায় রাঙ্গামাটির কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নে প্রায় ১০০ একর জমিতে গড়ে উঠে রাইখালী পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র। গত ৪৪ বছরে ১৯টি উদ্যানতাত্ত্বিক বিভিন্ন ফল ও সবজির উন্নতজাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি এ অঞ্চলের কৃষকের বাতিঘর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। পাহাড়ী এলাকায় আরও দুটি গবেষণা কেন্দ্র

(১৫ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

থাকলেও রাইখালীই সবচেয়ে বেশি জাত আবিষ্কারে ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও খাগড়াছড়ি পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে ৯টি এবং রামগর পাহাড়াঞ্চল কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে ৩টি জাত আবিষ্কার হয়েছে। ময়মনসিংহ বিশ্ববিদ্যালয় জাম প্লাজন সেন্টারের পর প্রজাতি সংগ্রহের দিক দিয়ে রাইখালীকে দ্বিতীয় বলা হয় দেশের কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে।

সরজমিনে রাইখালী কেন্দ্রটি ঘুরে দেখা গেছে, বিভিন্ন ফসল নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম। বর্তমানে ৬৫ প্রকারের ফল গাছ আছে এই কেন্দ্রে এর মধ্যে ২৫টি জাত নিয়ে গবেষণা চলছে। সবজির মধ্যে ১০টি জাত নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান। ৩৭ প্রকারের শুধু বেল গাছের সংগ্রহ রয়েছে সেন্টারটিতে। সংগ্রহের মধ্যে এমন সব ফলজ বনজ গাছ রয়েছে যা দেশের অন্যান্য গবেষণা সেন্টারেও নেই। গবেষণা কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, গত বছরও বারি জাম-১ নামে একটি জাত উদ্ভাবন হয়েছে। ইতোমধ্যেই বারি কদবেল-২ নামে একটি প্রস্তাব দেয়া হয়েছে অনুমোদনের জন্য। কদবেলগুলো আকৃতি এত বড় যা দেখতে বেলের মতো। সারাবছরই কদবেল গাছগুলো ফলন দেবে বলেও জানা যায়। এছাড়াও সম্প্রতি কাজ চলছে বারি বেল-২ নিয়ে। যার কস নেই অথচ খেতে ক্রিমের মতো। বারি মহাপরিচালক বরাবর দ্রুতই এই বিষয়ে প্রস্তাবনা যাবে বলে জানা গেছে। বছরে ২০ হাজারের মতো বিভিন্ন ফসলের চারা বিতরণ করা হয় কেন্দ্র থেকে। পাহাড়ী এলাকা ছাড়াও বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা আসেন বিভিন্ন ফসল নিয়ে জানতে। কৃষি গবেষণা কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, রাইখালী পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উদ্ভাবিত ফল ও সবজি শুধু এ অঞ্চলেই নয়; দেশের কৃষির উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। শুধুমাত্র জাত উদ্ভাবনই নয়, মাঠপর্যায়ে কৃষকদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের নিরলস পরিশ্রমে পাহাড়ী অঞ্চলে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাত ব্যবহার করে কৃষকও পাচ্ছেন সুফল। বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনও বাড়ছে বলে জানা গেছে।

রাইখালী পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. মোঃ আলতাফ হোসেন জনকণ্ঠকে বলেন, পাহাড়ের কৃষির উন্নয়নে রাইখালী কৃষি গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি থেকে ১৯টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। যার মধ্যে ১০টি ফলের জাত, নয়টি সবজির জাত। আমরা আরও কিছু প্রস্তাবনা পাঠিয়ে রেখেছি। রাইখালীর গবেষণা কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য এর চারপাশে একটি সীমানা প্রাচীর দরকারও বলেও মত দেন তিনি।

এছাড়াও সরজিমেনে দেখা গেছে গবেষণা কেন্দ্রটির মধ্য দিয়ে কর্ণফুলী নদীর একটি অংশ খালের মতো হয়ে প্রবেশ করেছে ফলে একপাশে প্রতিনিয়ত ভেঙে খালের মধ্যে চলে যাচ্ছে। অনেক সময় গবেষণারত ফলজ বনজ জমি ভেঙে চলে যায় সেই খালে। এ বিষয়ে একটি স্থায়ী বাঁধ প্রয়োজন বলে মনে করছেন কর্মরত বিজ্ঞানীরা।

প্রতিষ্ঠানটি একাধিক কর্মকর্তা এবং স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে বিভিন্ন গবেষণা সাফল্যের কথা। দীর্ঘ সাত বছরের গবেষণায় বীজমুক্ত (বিচিবিহীন) পেয়ারার নতুন জাত উদ্ভাবন করে সফলতা অর্জন করেছে। উদ্ভাবিত নতুন জাতের এই পেয়ারার নাম দেয়া হয়েছে 'বারি পেয়ারা-৪'। এছাড়াও রাইখালী পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের উদ্ভাবিত সবজির জাত হলো, বারি ঝারশিম-২, বারি ঝারশিম-৩ (খাইস্যা), বারি জ্যাকবিন-১, বারি সীতা লাউ-১, বারি ব্রোকলি-১, বারি চিনাল-১, বারি সীম-৯, বারি সীম-১০ এবং বারি সীম-৪। ফলের জাত হলো- বারি কলা-৩, বারি কলা-৪, বারি কামরাঙ্গা-২, বারি আম-৮, বারি মিষ্টিলেবু-১, বারি কুল-৪ (বরই), বারি ড্রাগন ফল-১, বারি জলপাই-১, বারি পেয়ারা-৪ জাত এবং বারি জাম-১।

রাইখালী এলাকার বাসিন্দা শুশধর চাকমা জানান, বিচিহীন পেয়ারা চাষাবাদ করছি। ভালই ফলন পেয়েছি। বিভিন্ন পরামর্শের জন্য যখন যাই তখনই সেবা পাই। আমাদের কোন ফসলে কোন সমস্যা হলেই ছুটে যাই কেন্দ্রে।

শাহালম নামের একজন যিনি থাকেন কাপ্তাইয়ে। রাইখালী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে বারি মাল্টা ১ চাষাবাদ করছেন এবং সাফল্যও পেয়েছেন বলে জানান। নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে কেন্দ্র থেকে জেনে নেন কখন কী ওষুধ দিতে হবে এবং কিভাবে গাছের পরিচর্যা করতে হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের রাঙ্গামাটি জেলার উপ-পরিচালক পবন কুমার চাকমা বলেন, রাইখালী কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে তারা নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের কাজ করে।

প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভাবিত জাতগুলো কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের মাধ্যমে কৃষকের কাছে পৌঁছানো কাজটি করে থাকি।